দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 NOV 1997
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

৪২

সমাবেশে ২ মাসব্যাপী কর্মসূচি

বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক।

বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বেসরকারি পর্যায়ের প্রায় দেড় লাখ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি অবিলম্বে জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এক মহাসমাবেশে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানান। পল্টন ময়দানে গতকাল দিনব্যাপী এই মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে তাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্যে ২ মাসের আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই সময়ের মধ্যে দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলন করবেন বলে নেতৃবৃন্দ জানান। কর্মসূচি হচ্ছে ২০ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত গণস্বাক্ষরতা অভিযান এবং দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরা।

৪ থেকে ১০ জানুয়ারি একদিন পর পর প্রত্যেক থানায় শিক্ষকদের জঙ্গী মিছিল এবং থানা প্রশাসকের অফিস ঘেরাও।

২৮ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি প্রত্যেক জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও জঙ্গী মিছিল, জেলা প্রশাসকের অফিসে অবস্থান এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয় ঘেরাও ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কাছে স্মারকলিপি পেশ।

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমিতির মহাসচিব রুহুল কুদ্দুস চৌধুরী, সহ-সভাপতি ফরিদুল হক, হাফিজুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, আজহারুল ইসলাম লালু প্রমুখ। সারা দেশ থেকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এই সমাবেশে যোগ দেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে ১৯ হাজার ৬৮৪টি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষক কর্মরত। তারা পাঁচশ' টাকা থেকে সাতশ' পঁয়তাল্লিশ টাকা সরকারি ভাতা পান। এই টাকা দিয়ে জীবন ধারণ অসম্ভব। এছাড়া রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে এমন প্রায় ১০ হাজার স্কুলের ৪০ হাজার শিক্ষক কোন বেতনভাতা পান না। আরো ১০ হাজার স্কুল আছে যেগুলো সরকারের রেজিস্ট্রেশনও পায়নি। সব মিলিয়ে দেড় লাখ শিক্ষকের জীবনযাপন আজ দুর্বিষহ।